

💵 হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ (ক) মহান স্রষ্টা বিষয়ক জাল হাদীস [স্রষ্টা, সৃষ্টি ও পূর্ববর্তী নবীগণ] রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১. আল্লাহকে কোনো আকৃতিতে দেখা

চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না বলে কুরআনে বলা হয়েছে:

لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত।"[1]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া তার সাথে কথা বলবেন।"[2]

মূসা (আঃ) মহান আল্লাহকে দেখতে চেয়েও দেখতে অক্ষম হন। আল্লাহ বলেন: "মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বলেন: তুমি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চুর্ণ-বিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল...।[3]

এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, পৃথিবীতে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ্রান্ধ থেকে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয় নি, যাতে তিনি বলেছেন: "আমি জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে বা মি'রাজে চর্ম চক্ষে বা অন্তরের চক্ষে আল্লাহকে দেখেছি।" স্বপ্নের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ হ্রান্ধ জাগ্রত অবস্থায় অন্তরের দৃষ্টিতে আল্লাহকে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন: "যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ হ্রান্ধ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যা কথা বলে।"[4] ইবনু মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবীও এ মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আববাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন। আল্লাহ যেমন মূসাকে (আঃ) 'কথা বলার' মু'জিযা প্রদান করেন, তেমনি তিনি মুহাম্মাদ হ্রান্ধ ক্রেরের দৃষ্টিতে দর্শনের মু'জিযা দান করেন।[5]

যারা 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দর্শন দাবি করেছেন, তাঁরা একমত যে, এ দর্শন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্য একটি বিশেষ মুজিযা, যা আর কারো জন্য নয় এবং এ দর্শন হৃদয়ের অনুভব, যেখানে কোনো আকৃতির উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহকে কোনো 'আকৃতি'তে দেখেছেন, অথবা তিনি ছাড়া কোনো সাহাবী আল্লাহকে দেখেছেন বলে যা কিছু বর্ণিত সবই জাল ও মিথ্যা।

মি'রাজের রত্রিতে বা আরাফার দিনে, বা মিনার দিনে বা অন্য কোনো সময়ে বা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ্ আল্লাহকে বিশেষ কোনো আকৃতিতে দেখেছেন অর্থে সকল হাদীস জাল। যেমন, তাকে যুবক দেখেছেন, তাজ পরিহিত দেখেছেন, উট বা খচ্চরের পিঠে দেখেছেন... ইত্যাদি সবই জাল ও মিথ্যা।[6]



এজাতীয় ভিত্তিহীন একটি বাক্য:

''আমি আমার প্রভুকে একজন দাড়ি-গোঁফ ওঠে নি এমন যুবক রূপে দেখেছি।'' মুহাদ্দিসগণ বাক্যটিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন।[7]

অনুরূপভাবে উমরের (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "আমার প্রভুর নূর দ্বারা আমার অন্তর আমার প্রভুকে দেখেছে।" আলীর (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "যে প্রভুকে আমি দেখি না সে প্রভুর ইবাদত করি না।"[8]

ফুটনোট

- [1] সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত।
- [2] সূরা (৪২) শূরা: ৫১ আয়াত।
- [3] সুরা (৭) আ'রাফ: ১৪৩ আয়াত।
- [4] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১, ৪/১৮৪০, ৬/২৬৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৯।
- [5] ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ ২/৪৭৭-৫৬৩।
- [6] ইবনু আর্রাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/১৩৭-১৩৯।
- [7] ইবনুল জাওয়ী, আল-মাওযূ'আত ১/৮০-৮১, সুয়ূতী, আল- লাআলী ১/২৮-৩১, মোল্লা আলী কারী, আল আসরার, ১২৬ প্, আল-মাসনূয়, ৭১-৭৪প্।
- [৪] সিররুল আসরার, পৃ. ৫৭-৫৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4751

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন